

আল-বাকারাহ | Al-Baqara | الْبَقَرَةُ

আয়াতঃ ২ : ৭৮

আরবি মূল আয়াত:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾

অনুবাদসমূহ:

আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাংক্ষা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে। — আল-বায়ান

তাদের মাঝে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, যাদের মিথ্যা আকাংক্ষা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞানই নেই, তারা কেবল অলীক ধারণা পোষণ করে। — তাইসিরুল

এবং তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থ অবগত নয় এবং তারা শুধু কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে। — মুজিবুর রহমান

And among them are unlettered ones who do not know the Scripture except in wishful thinking, but they are only assuming. — Sahih International

৭৮. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যারা মিথ্যা আশা(১) ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে(২)।

১. অমীশব্দে অনুবাদ করা হয়েছে, মিথ্যা আশা। এ অর্থের পক্ষে অন্যান্য আয়াতও সাক্ষ্য দেয়। যেমন বলা হয়েছে, “আর তারা বলে, ইয়াহুদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা”। [সূরা আল-বাকারাহ: ১১১] আরও এসেছে, “তোমাদের আশা-আকাংখা ও কিতাবীদের আশা-আকাংখা অনুসারে কাজ হবে না” (সূরা আন-নিসা ১২৩) উপরোক্ত দুই আয়াতেও অমীশব্দ মিথ্যা আশা-আকাংখা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কোন কোন তাফসীরকার এর আরও একটি অর্থ করেছেন, তা হচ্ছে, লেখাপড়া না জানা। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের মধ্যে এক গোষ্ঠী আছে যারা কোন লেখা পড়া জানে না। তাদের কাজ হলো অন্যের অন্ধ অনুসরণ করা। কিন্তু বাক্যের প্রথমে অমীশব্দে উল্লেখ থাকায় এ অর্থটি খুব বেশী উপযুক্ত নয়। [আদওয়াউল বায়ান]

২. লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা ৭৫-৭৮ আয়াতসমূহে ইয়াহুদীদের তিন শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে, আলেম সম্প্রদায় তাদের কাজ হলো আল্লাহর কালাম বিকৃত করা। আরেক দল হচ্ছে মুনাফিক। তারা মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে মুমিন হিসেবে পেশ করে। আরেক শ্রেণী হচ্ছে, জাহেল মূর্খ গোষ্ঠী। তারা পড়ালেখা জানে না। তারা কেবল অন্যদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। [ইবনে কাসীর]

৭৮। তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে, মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যাদের কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু কল্পনা করে মাত্র। (1)

(1) ইয়াহুদী আলেম ও শিক্ষিত লোকদের আলোচনার পর এখানে তাদের নিরক্ষর, অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকদের কথা বলা হচ্ছে যে, তারা তাদের কিতাবের (তাওরাতের) ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তারা আশা অবশ্যই রাখত এবং তাদের আলেমরা তাদেরকে বিভিন্ন শুভ কল্পনা ও ধারণার মধ্যেই নিমজ্জিত রেখেছিল। যেমন, তাদের ধারণা ছিল, আমরা তো আল্লাহর প্রিয়পাত্র, আমরা জাহান্নামে গেলেও তা কিছু দিনের জন্য হবে, পরে আমাদের বুয়ুর্গরা ক্ষমা করিয়ে নেবেন ইত্যাদি। যেমন আজকের মূর্খ মুসলিমদেরকেও তথাকথিত কিছু পীর, উলামা ও মাশায়েখরা অনুরূপ সুন্দর জালে এবং প্রতারণামূলক অঙ্গীকারে ফাঁসিয়ে রেখেছে।

Source — <https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=85>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন